তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার আলো পৌঁছাতে চায় না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানদের শতকরা ৬৫ ভাগই সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তখন স্কুলগামী শিশুদের স্কুলমুখিতার সংখ্যা বেশী মনে হলেও গত ১০ বছরে তা কমেছে। এ প্রতিবেদক বস্তিবাসীদের ওপর ব্যক্তিগত জরিপ চালিয়ে সে তথ্যই পেয়েছেন। তাছাড়া ব্যক্তিগত জরিপে ১শ' জনের মধ্যে ৭০ জনের বেশী বস্তিবাসী নিরক্ষর বলে জানা গেছে। বস্তি নিয়ে ১৯৮৭ সালে পরিচালিত জরিপে বলা হয়েছে, বস্তিতে বস্তির শতকরা ১২ দশমিক ৬ ভাগ মানুষ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন। মহিলাদের মধ্যে এই হার মাত্র শতকরা ৭ দশমিক ৩ ভাগ। ১৯৮৮ সালে নগরীর ১১শ' ২৫টি বস্তির মধ্যে মাত্র ৬৪টিতে কোন রকমে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। দু'বছর আগে কর্মজীবী বস্তিবাসী শিশুদের জন্য কয়েকটি 'পথকলি' নাম দিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সম্প্রতি আব্দুস সামাদ তাঁর শিক্ষা ও বস্তি গবেষণা সন্দর্ভে বলেছেন, বস্তিতে শিক্ষিতের হার এখন মাত্র শতকরা ৯ দশমিক ৬ ভাগ। ইউনিসেফ প্রকাশিত বুলেটিনের এক প্রতিবেদনের ভাষ্যে কোন কোন বস্তিতে শতকরা ৪ জনেরও স্কুলে যাবার কথা উল্লেখ রয়েছে।

আব্দুস সামাদ তাঁর গবেষণা সন্দর্ভে বলেছেন, বস্তিবাসী যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়, তারা তৃতীয় শ্রেণী থেকে ড্রপ আউট হতে শুরু করে। বিভিন্ন অফিসে চাকরি করেন এমন বস্তিবাসীদের ছেলেমেয়েরাই স্কুলে যায় মোট বস্তিবাসীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশী। তবে তাদের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণীর উর্ধ্বে লেখাপড়া করতে পারেন এমন সংখ্যা হাতে গোনা।

মালিবাগ বস্তির হারুন মিয়া একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ী আর রায়ের বাজার বস্তির রহিম শেখ রিক্সা ভ্যান চালক। তারা উভয়েই নিরক্ষর বলে নেন, তাদের মত বেশীর ভাগ বস্তিবাসীরই ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে। শিক্ষার অভাবে অসুখ হলে ঝাড়ফুঁকেও তারা বিশ্বাস করেন। হারুন মিয়ার এক মেয়ে কালা জ্বরে মারা গেছে। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাননি কেন, নিলে তো ভালো হতে পারতো? উত্তরে হারুন মিয়া বলেন, আল্লার মাল আল্লায়ই নেয়, নিয়েছে। আবার দেয়ওতো। হারুন মিয়ার জীবিত সন্তানের সংখ্যা এখন ৫। বিয়ে করেছেন দু'বার।

হারুন মিয়ার মত বহু বস্তিবাসীর পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাস নেই। শিক্ষার অভাব এবং অন্ধ বিশ্বাস ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মীদের পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজে গরহাজিরা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে বস্তিবাসীদের জন্য বাধা। হারুনসহ আরও বস্তিবাসীর সাথে আলাপ করে এমন ধারণাই পাওয়া গেছে।

সাইত্রিশ বছর বয়সী হারুন মিয়ার দু'টি বিয়েই হয়েছে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া। বস্তিতে শতকরা ৯৯টি বিয়েই রেজিস্ট্রেশন ছাড়া হয়। বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনাও ঘটে ব্যাপক।

গবেষক জোৎস্না বেগমের জরিপের ভাষ্যঃ বস্তিবাসী মহিলাদের শতকরা ৬৩ জনই বিধবা, শতকরা ২২ জন স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন, শতকরা ২ জন তালাকপ্রাপ্তা এবং শতকরা ১২ জন বিবাহিতা। এরা প্রায় সবাই বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হয়ে বাঁচার শেষ অবলম্বন মনে করেন এই নগরীকে। খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন একটা কাজ।

গ্রাম থেকে আসলেও বস্তিবাসীদের গ্রামের সাথে শেষ পর্যন্ত খুব কমই সম্পর্ক থাকে। রওশন কাদিরের গবেষণা জরিপে বলা হয়েছে, বস্তি পরিবারের শতকরা ৬০ জন মহিলা প্রধানেরই গ্রামের সাথে সম্পর্ক নেই।

বস্তিবাসী হারুন মিয়ার স্ত্রী হাফেজা বেগম বলেন, গ্রামে এখনও তার বাবা বেঁচে আছেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন। নিজের জীবিকা নিজেই চালান। সাত বছর হয় হাফেজা তার বাবার কাছে যেতে পারেননি। তার খোঁজখবর পান না বহুদিন। কথা বলতে বলতে হাফেজা তার বাবার কথা মনে করে কাঁদেন।

হারুন মিয়া একটু পাশে ডেকে বলেন, হাফেজার বাবা মারা গেছেন বছরখানেক হয়। তার গ্রাম থেকে আসা একজনের কাছে তিনি এ কথা শুনেছেন। কিন্তু হাফেজাকে বলেননি। হারুন মিয়া নিজেও গত এক যুগের মধ্যে সাত বছর আগে একবার তাদের রংপুরের গ্রামে গিয়েছিলেন। আর যাননি। হারুন মিয়া বলেন, গিয়ে কি হবে? সেখানে তো আর কেউ বেঁচে নেই। দিনমজুর এক ভাই আছেন। তাদের খবরাখবর হারুন পান না বহুদিন।

'অভাবে স্বভাব নষ্ট' বলে একটা প্রবাদ আছে। হারুন যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন সাথে তার ছোট ভাই কোবায়েদ মিয়াকেও নিয়ে এসেছিলেন। নিজে কোন কাজ না পেয়ে চোরাচালানীর কাজ করতে গিয়ে একবার পুলিশের হাতে কোবায়েদ ধরা পড়েন। মার খান। ছাড়া পেয়ে কোথায় তিনি গেছেন হারুন জানেন না। তবে শুনেছেন, কোবায়েদ এখন মদ, গাঁজা খান। 'এলোমেলো' কাজ করেন।

কোবায়েদের মত বস্তিবাসীদের অনেকেই 'এলোমেলো' কাজ করেন। বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িয়ে যান। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য একদিকে পুরুষরা যেমন চুরি, ছিনতাই, চোরাচালানের কাজের সাথে যুক্ত হন তেমনি মহিলারা পতিতাবৃত্তিও করেন।

বস্তিসমৃদ্ধ নগরীর ১৪টি থানার মধ্যে একটি থানার হিসেব ঃ ঐ থানা এলাকায় যত অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে তার শতকরা ৩৫ ভাগই বস্তি এলাকা থেকে উৎপত্তি হয়। বস্তিতে হেরোইন ব্যবসা যেমন হয়, তেমনি বোমা তৈরীর ঘটনাও ঘটে।

ঐ থানার পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, অভাব এবং অশিক্ষার কারণে সমাজের বিত্তবানরা সহজেই বস্তিবাসীদের ব্যবহার করতে পারেন এবং বিত্তবানরাই তাদের নানাভাবে ব্যবহার করেন।

সুদিন আসবে কবে?

ভেঙ্গে যাচ্ছে পারিবারিক যৌথ বন্ধন। নগরীর বস্তিতে বস্তিতে বাড়ছে জটিল জটিলতা। বাড়ছে সংকট। প্রতিদিন আশাহীন উদ্বেগে-আশংকায় কাটছে বস্তিবাসীদের জীবন।

সুদিন আসবে কবে? আসবে কি? জানেন না বস্তিবাসী রহমত আলী। জানেন না-৯ পারুল বেগম, মফিজউদ্দিন, হোসনেআরারা জানেন না। কেবল কাজ, ক্ষুধা আর সমস্যার অন্তরালে তাঁরা মুখ ঢাকেন। কমলাপুর বস্তির রহমত আলী দু'বছর আগে শহরে এসেই তাঁর তিন সন্তানের মধ্যে বড়টি কলিম আলীকে হারিয়ে ফেলেছেন। কলিম আলী এক রাতে কমলাপুর স্টেশনে যখন তাঁরা ঘুমিয়েছিলেন, তখন হারিয়ে গেছে। কোথায় গেছে? খুঁজে পাননি রহমত। ভিক্ষুক রহমত বলেন, 'অনেক খুঁজেছি। পাইনি।'

রহমতের মত মাদারটেক বস্তির পারুল বেগমেরও কষ্টাশ্রয়ী বুক ব্যথাময়। পারুলদের বাড়ী ছিল চাঁদপুরের হাইমচরে। নদী ভাঙ্গনে তলিয়ে গেছে। তারপর থেকে শুরু হয়েছে। তাঁদের অনিশ্চিত যাত্রা। সাত বছর আগে স্বামীর সাথে তিনি ঢাকায় এসেছেন। কিন্তু তাঁর বাবা-মা, ভাই-বোনেরা কোথায় তা জানেন না। পারুল বলেন, কেউ কি তাঁদের ঠিকানা দিতে পারবেন?

মীরপুর বস্তির মফিজউদ্দিনের বাবা আফাজউদ্দিন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কাজ করতে পারেন না। বস্তির ঘরের মধ্যে কেবল প্রলাপ বকেন। কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরের গ্রামের শেষ সম্বল ভিটেটুকু বেচে তাঁরা ঢাকায় আসেন পাঁচ বছর আগে। আসার পর কোন কাজ ছিল না। ছিল ক্ষুধা। তখন একদিন বাবা আফাজউদ্দিন মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। মফিজউদ্দিনের তৃতীয় সন্তান ইলাহী মদ-গাঁজা খায়, চুরি করে ধরা পড়ে মার খায়। ঘরে আসে না। এসব নিয়ে মফিজউদ্দিনের দুঃখের শেষ নেই।

হাইকোর্ট বস্তির হোসনেআরা মাজারে ফুল দেন। তাঁর ছোট ছেলে কবিরুলের অসুখ সারে না। রুগ্ন দেহ নিয়ে ৭ বছর বয়সী কবিরুল জন্মের পর থেকেই বিছানাগত। এদিকে আবার হোসনেআরার স্বামী কোবাদ আলীও রোজ ঘরে ফেরে না। কোবাদ আরেক জায়গায় দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। ক্যান্টনমেন্টের রংপুর বস্তিতে গিয়ে বেশীর ভাগ সময়ই থাকেন। হোসনেআরা বলেন, 'আর পারি না।' হোসনেআরা তাঁর নিজেরও রুগ্ন শরীর নিয়ে প্রতিদিন সুদিনের আশায় মাজারে ফুল দিতে যান। আল্লাহকে ডাকেন। মাস দু'য়েক আগে একবার তাঁকে সন্তানসহ হাইকোর্ট বস্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, আবার ফিরে এসেছেন। এর আগেও দু'বার তাঁদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। আবার উচ্ছেদ করা হবে কি-না সে সম্পর্কে হোসনেআরাদের উদ্বেগ ও আশংকা রয়েছে। হোসনেআরা বলেন, নাম লিখছেন, তাড়িয়ে দেবার জন্য লিষ্ট করছেন না-তো?

ভুল বা সঠিক যাই হোক হোসনেআরার ধর্মীয় মূল্যবোধে আস্থা থাকলেও বেশীরভাগ বস্তিবাসীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রায় লুপ্ত। যদিও বস্তি কল্যাণ সংস্থা এ জাতীয় নাম দিয়ে কোন কোন বস্তিতে বিভিন্ন সংগঠনের সাইনবোর্ড ঝোলে, তবু কার্যক্ষেত্রে বস্তিবাসীরা সংগঠিত নন। বরং বিচ্ছিন্নতার বেড়াজালে পীড়িত একেকজন বস্তিবাসী। বস্তিবাসীদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছে, ৬টি বস্তির আড়াইশ' বাসিন্দার ৭৫ জনই কোন না কোনভাবে মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইউনিসেফ প্রকাশিত এক বুলেটিনে এ জরিপে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, মানসিক ব্যাধিতে এসব বস্তিবাসীর মধ্যে রয়েছেন শতকরা ২৮ ভাগ পুরুষ এবং মহিলাদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৩৮ ভাগ। ঐ বস্তিগুলোয় গড়ে এক বছরে ৭টি আত্মহত্যা, ৭টি ধর্ষণ ও ৩টি খুনের ঘটনা ঘটে। বস্তিতে বস্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদ, স্ত্রী-সন্তান ত্যাগ ও বহু

সংগঠিত না হলে কি হবে? বস্তিতে

14